সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি

বর্তমান অফিস: 'সুফিয়া কামাল ভবন' ১০/বি/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫১১৯০৪,৯৫৮২১৮২, ফ্যাক্স: ৯৫৬৩৫২৯, ই-মেইল: info@mahilaparishad.org

১০.০৪.২০১৯

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: নারী ও কন্যার উপর সহিংসতা ভয়াবহ হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং ধর্ষক ও নারী নির্যাতনকারীদের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে উপযুক্ত শাস্তির দাবী জানিয়ে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির (৬৬টি নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের প্ল্যাটফরম) স্মারকলিপি।

মহোদয়,
সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।
আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি ৬৬টি নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের প্ল্যাটফরম যা বাংলাদেশের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর মানবাধিকার অর্জন ও রক্ষার লক্ষ্যে বহুমুখী প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বহুমুখী তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও দেশে নারী ও কন্যার প্রতি বর্বর, লোমহর্ষক নির্যাতনের ধরণ, মাত্রা ও ভয়াবহতা ক্রমন্বয়ে উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার মাদ্রাসার ছাত্রীকে অধ্যক্ষ দ্বারা শ্লীলতাহানি করায় মামলা করলে সেই মামলা তুলে নিতে অস্বীকৃতি জানালে বোরকা পরে ৪-৫ জন দুর্বৃত্ত তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার শরীরের ৮০% পুড়ে গিয়েছে এবং তার অবস্থা সংকটাপন্ন। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার চরজব্বর থানায় গত ৩১ মার্চ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পরে বাড়ি ফেরার পথে স্বামীকে আটকে রেখে এক নারীকে গণধর্ষণ করা হয়। এছাড়াও খাগরাছড়ি জেলার মানিকছড়িতে ৬ষ্ঠ শ্রেনীর মাদ্রাসার ছাত্রীকে ধর্ষণ, ময়মনসিংহ জেলার ইশ্বরগঞ্জ রেল ইস্টেশনে কিশোরীকে গণধর্ষণ, নেত্রকোনা দূর্গাপুরে কিশোরীকে ধর্ষণ, গাইবান্ধা ফুলছড়িতে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ সুনামগঞ্জে দিরাই উপজেলায় ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা কিশোরগঞ্জে কুলিয়ারচরে ৭ বছরের ছেলে শিশুকে যৌন নির্যাতন এবং ঢাকা মহানগরীর শাহবাগ এলাকায় ধর্ষণের শিকার কিশোরীকে পুনরায় পুলিশ কনেষ্টবল কর্তৃক যাত্রাবাড়ি থানা এলাকায় ধর্ষণের ঘটনা সহ সারা দেশে ভয়াবহ হারে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, দলবদ্ধধর্ষণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা আশংকাজনকভাবে বেড়েই চলেছে, যা কোন সুস্থ ,আধুনিক, মানবিক, গণতান্ত্রিক সমাজের চিত্র হতে পারেনা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে এই নির্যাতনের মাত্রা ও ধরণ দিন দিন অনেক নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

সমগ্র দেশে ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ, দলবদ্ধধর্ষণ,শরীরে আগুন দেয়া, হত্যাসহ সকল প্রকার নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, অনেক নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, নির্যাতনের শিকার নারীর পরিবার সঠিক ও সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু অপরাধ করেও অপরাধীরা নির্বিঘ্নে দাপটের সাথে সমাজে

চলাফেরা করছে। ফলশ্রুতিতে হত্যা, আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটছে অহরহ। বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূল করা, সুস্থ, গণতান্ত্রিক, মানবিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে না। নারী প্রতি সহিংসতা বজায় রেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করা যাবেনা। বিচার কার্যের দীর্ঘসূত্রিতা, বিচার হীনতার সংস্কৃতি এবং এবং কখনও কখনও পুলিশ প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা না থাকায় নির্যাতনের শিকার নারীর পরিবার সঠিক বিচার পাচ্ছেনা।

নারীর প্রতি সহিংসতায় ধর্ম এবং রাজনীতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ২০০৯ সালে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে উত্ত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধের লক্ষ্যে যে নির্দেশাবলী জারি করেছিলেন তার বাস্তবায়নে তেমন কোন উদ্যোগ আমরা এখনও লক্ষ্য করিনি এবং এই বিষয়ে কোন আইনও এখন পর্যন্ত প্রণয়ন করা হয়নি।

দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিক উন্নয়ন হতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা এই হারে বৃদ্ধি পেলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবেনা।

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও পুনরাবৃত্তিরোধে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি প্রশাসনের যথাযথ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের দাবি জানাচ্ছে এবং একইসাথে নারী নির্যাতনের সকল ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে উপযুক্ত শাস্তির দাবী জানাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের আপনার কাছে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ :

১. ফেনীর সোনাগাজীর অধ্যক্ষকে যথাযথ আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।
২. সকল ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক দৃশ্যমান শাস্তি দিতে হবে।
৩. উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন নিপীড়ন বন্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় অবিলম্বে সকল প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এবজন্য সরকারের পক্ষ থেকে মনিটরিং থাকতে হবে।এই রায়ের আলোকে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
৪. নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়, প্রশ্রয় দেয়া বন্ধ করতে হবে।
৫. ধর্ষণের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে হবে। প্রচলিত আইন পরিবর্তন করে ধর্ষণকারীকেই ধর্ষণ করে নাই এ বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে মর্মে বিধান প্রণয়ন করতে হবে।
৬. নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার মামলার সাক্ষীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
৭. ধর্ষণের ঘটনার মেডিকো- লিগ্যাল পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে এবং ধর্ষণের শিকার নারীর ডাক্তারী পরীক্ষার ক্ষেত্রে টু- ফিঙ্গার টেস্ট অবৈধ ঘোষণা করে মাহামান্য হাইকোর্টের রায় অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।
৮. ২০১৩ সালের প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।
৯. ধর্ষণের শিকার বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীর আইনগত সহায়তার ক্ষেত্রে ইশারা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
১০. একমুখি বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, জেন্ডার সংবেদনশীল, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ প্রেম ও মানবাধিকারের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা নীতি ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে।
১১. মাদকের ব্যবসা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
১২. একমুখি বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, জেন্ডার সংবেদনশীল, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ প্রেম ও মানবাধিকারের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা নীতি ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে।
১৩. মাদকের ব্যবসা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
১৪. নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে অধিকতর কার্যকর, দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পৃথক পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় করতে হবে।

১৫. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এর কন্যার বিয়ের বয়স সংক্রান্ত বিশেষ বিধান বাতিল করে আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে-

আয়শা খানম

অনুলিপিঃ

১. **মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২. **মাননীয় মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩. **মাননীয় মন্ত্রীশিক্ষা মন্ত্রণালয়,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪. **মাননীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৫. **সচিব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংযুক্তঃ সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির তালিকা

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি

বর্তমান অফিস: 'সুফিয়া কামাল ভবন' ১০/বি/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫১১৯০৪, ফ্যাক্স: ৯৫৬৩৫২৯, ই-মেইল: info@mahilaparishad.org

ক্রমিক নং	সংগঠনের নাম	প্রতিনিধির নাম
০১	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	**আয়শা খানম**, সভাপতি রেখা চৌধুরী, সহ-সভানেত্রী মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক রাখী দাশপুরকায়স্থ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম- যুগ্ম সাধারণস সম্পাদক এ্যাডভোকেট মাসুদা রেহেনা বেগম- সহ সাধারণ সম্পাদক বুলা ওসমান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
০২.	আইন ও সালিশ কেন্দ্র	শীপা হাফিজা নির্বাহী পরিচালক ড. হামিদা হোসেন
০৩.	স্টেপস্ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট	রঞ্জন কর্মকার, নির্বাহী পরিচালক চন্দন লাহিড়ি
০৪.	বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ	রোকেয়া কবীর, নির্বাহী পরিচালক শাহানাজ সুমী, ডিপুটি ডিরেক্টর
০৫.	ব্র্যাক	আন্না মিনজ্, পরিচালক চিররঞ্জন সরকার- ম্যানেজার কমিউনিকেশন হাসনে আরা ডালিয়া
০৬.	উইমেন ফর উইমেন	নীলুফার বানু, সভাপতি জাকিয়া কে হাসান ,প্রাক্তন সভাপতি সালমা খান, প্রাক্তন সভাপতি
০৭.	কেয়ার বাংলাদেশ	হোমায়রা অজিজ ডাইরেক্টর, উইমেন এন্ড গার্লস এমপাওয়ামেন্ট প্রোগ্রাম রওনক জাহার
০৮.	কর্মজীবী নারী	রোকেয়া রফিক বেবী, নির্বাহী পরিচালক
০৯.	জাতীয় শ্রমিক জোট	শিরীন আখতার, সভাপতি
১০.	কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড	সাদিয়া হোসেন, কমিউনিকেশন কো- অর্ডিনেটর
১১.	আইইডি	নুমান আহমেদ খান, নির্বাহী পরিচালক সঞ্চিতা তালুকদার
১২.	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি	এডভোকেট ফওজিয়া করিম
১৩.	নিজেরা করি	খুশী কবীর, পরিচালক

১৪.	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	শাহিন আনাম, নির্বাহী পরিচালক নাজরানা ইয়াসমিন হিরা
১৫.	ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ	সিলভিয়া এস মজুমদার-সাধারণ সম্পাদক হেলেন কর্মকার- কর্মসূচি সম্পাদক
১৬.	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন	মদন মাহন সাহা- ভারপ্রাপ্ত , ব্যবস্থাপনা পরিচালক লতিফা বানু, উপ-পরিচালক
১৭.	অক্সফাম জিবি	এম বি আখতার, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর-জেন্ডার
১৮.	এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ	ফারাহ কবীর, কান্ট্রি ডিরেক্টর **কাশফিয়া ফিরোজ,** ম্যানেজার উইমেন রাইটস্ এন্ড জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি সেক্টর
১৯.	দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ	ড. বদিউল আলম মজুমদার, কান্ট্রি ডিরেক্টর নাছিমা আক্তার জলি (জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসী ফোরাম) দিলীপ সরকার- ম্যানেজার প্রোগ্রাম
২০.	আওয়াজ ফাউন্ডেশন	নাজমা আক্তার, সাধারন সম্পাদিকা খাদিজা বেগম
২১	প্রিপ ট্রাষ্ট	আরোমা দত্ত- নির্বাহী পরিচালক
২২.	এডিডি বাংলাদেশ	শফিকুল ইসলাম, কান্ট্রি রিপ্রেজেনট্রেটিভ
২৩.	ওয়ার্ল্ড ভিশন	
২৪.	গণসাক্ষরতা অভিযান	রাশেদা কে চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক রেহানা বেগম আবিদা সুলতানা
২৫.	নাগরিক উদ্যোগ	জাকির হোসেন, চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মাহবুব আখতার, প্রোগ্রাম অফিসার
২৬.	ঢাকা ডেভেলপমেন্ট ফোরাম	মাহবুবা বেগম নীরু, চেয়ারপারসন
২৭.	প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ	নাসিমা আক্তার ,সভাপতি
২৮.	সারি	প্রিয় বালা বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক
২৯.	বাউশি	মাহবুবা বেগম নীরু, নির্বাহী পরিচালক
৩০.	পাক্ষিক অনন্যা	তাসমিমা হোসেন , সম্পাদক
৩১.	এসিডি রাজশাহী	সালিমা সারোয়ার, পরিচালক আব্দুল আউয়াল
৩২.	ব্রতী	শারমিন মুরশিদ, চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রফিকুল ইসলাম
৩৩.	নারী মৈত্রী	শাহিন আকতার ডলি, নির্বাহী পরিচালক নাহীদ সুলতানা, সমন্বয়কারী
৩৪.	ওয়েভ ফাউন্ডেশন	মহসিন আলী, নির্বাহী পরিচালক লিলি সুলতানা
৩৫.	বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র	নাসিমুন আরা হক, সভাপতি পারভীন সুলতানা ঝুমা

৩৬.	নারী উদ্যোগ কেন্দ্র	মাশহুদা খাতুন শেফালী, নির্বাহী পরিচালক
৩৭.	নারী শ্রমিক জোট	রোকেয়া সুলতানা আঞ্জু, সাধারণ সম্পাদিকা
৩৮.	সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন	তোবারক হোসেন সালেহ আহমেদ
৩৯.	বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র	ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক সাহিদা পারভীন শিখা
৪০.	জাতীয় নারী জোট	আফরোজা হক রীনা, আহবায়ক
৪১.	শক্তি ফাউন্ডেশন	নিলুফা বেগম, ডেপুটি ডিরেক্টর
৪২.	বিপিডব্লিউ ক্লাব	মনিরা ইমদাদ, সভাপতি
৪৩.	উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী	জমশেদ আনোয়ার তপন- সাধারণ সম্পাদক প্রবীর সরদার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
৪৪.	এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন	সেলিনা আহমেদ নির্বাহী পরিচালক
৪৫.	নারী মুক্তি সংসদ	হাজেরা সুলতানা বানী রানী ঘোষ
৪৬.	সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	সাঈদা রোকসানা খান, নির্বাহী পরিচালক
৪৭.	ডিআরআরএ	ফরিদা ইয়াসমিন, নির্বাহী পরিচালক
৪৮.	জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম	সেলিনা আখতার, মহাসচিব মর্জিনা আহমেদ প্রতিবন্ধী নারী বিষয়ক সচিব
৪৯.	হিল উইমেন্স ফেডারেশন	চঞ্চনা চাকমা
৫০.	আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট	ফৌজিয়া খন্দকার ইভা- সদস্য জাতীয় কমিটি মাহবুবা বেগম হেনা-সদস্য, জাতীয় কমিটি জিনাত আরা হক- ন্যাশন্যাল কো-অর্ডিনেটর
৫১.	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম	সঞ্জীব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক
৫২	বাংলাদেশ ফেডারেশর অব ইউনিভার্সিটি উইমেন্স	
৫৩.	সরেপটেমিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাব, ঢাকা	সুরাইয়া সিদ্দিকী
৫৪.	আর ডি আর এস	
৫৫.	বিল্‌স	কোহিনূর বেগম, উপ-পরিচালক
৫৬ .	এডাব	এ.কে.এম জসীমউদ্দীন, পরিচালক কাউসার আলম কনক, কর্মসূচি সমন্বয়কারী

৫৭.	এসডিএস জয়পুরহাট	আয়শা আক্তার
৫৮.	এফপিএবি	প্রফেসর খালেদা খানম, সভাপতি
৫৯.	ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ	হেলেন মনীষা সরকার, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক
৬০.	দলিত নারী ফোরাম	মনি রানী দাশ, সভাপতি
৬১.	দীপ্ত এ ফাউন্ডেশন ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট	জাকিয়া কে হাসান- নির্বাহী পরিচালক মাহ্মুদা ইমাম-টেকনিক্যাল এডভাইজার
৬২.	অপরাজেয় বাংলাদেশ	ওয়াহিদা বানু, নির্বাহী পরিচালক
৬৩.	ব্লাষ্ট	ব্যারিষ্টার সারা হোসেন- অনারারী এক্লিকিউটিভ ডিরেক্টর এস এম রেজাউল করিম- পরিচালক ও আইন উপদেষ্টা
৬৪.	টার্নিং পয়েন্ট ফউন্ডেশন	জীবন গোমেজ-নির্বাহী পরিচালক
৬৫.	সেন্টার ফর মেন এন্ড মেসকুলিনিটিজ স্টাডিস	ড. ইমতিয়াজ শেখ
৬৬.	সেভ দ্য চিলড্রেন	উম্মে সালমা- এডভাইজার